WBCS MAINS 2022

BENGALI

BENGALI GRAMMAR

LIVE 07:00PM | 25 JULY 2022

BENGALI GRAMMAR

www.mahendras.org

৪ বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ–প্রবচন

❑ **পরীক্ষায় বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচন থেকে প্রশ্নের নমুনা :**

১. প্রবাদ শব্দের অর্থ হল — (টেট)
(a) প্রচলিত (b) জনশ্রুতি (c) শাশ্বত (d) বিশেষ ভঙ্গী
উত্তর : (b)

২. 'অরণ্যে রোদন' বাংলা ভাষার একটি — (টেট/গ্রুপ ডি)
(a) বাগ্‌ধারা (b) প্রবাদ (c) প্রবচন (d) কোনোটিই নয়
উত্তর : (a)

৩. "অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" বাংলা ভাষার একটি —
(a) বাগ্‌ধারা (b) প্রবাদ (c) প্রবচন (d) কোনোটিই নয়
উত্তর : (b)

৪. 'চক্ষুদান করা' প্রবাদটির অর্থ — (স্কুলসার্ভিস)
(a) প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা (b) চুরি করা (c) চোখ অঙ্কন করা (d) উন্মোচন করা
উত্তর : (b)

❑ **বাগ্‌ধারা :** বাংলা ভাষায় কিছু শব্দ অভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতপূর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় তাদের বাগ্‌ধারা বলে। যেমন— তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী)

- বাগ্‌ধারা শব্দের অর্থ — বলার বিশেষ ভঙ্গি।

❑ **প্রবাদ-প্রবচন** — বাংলা ভাষায় বহুকাল ধরে প্রচলিত জনপ্রিয় উক্তির আপাত অর্থের অন্তরালে যে গভীর অর্থ থাকে তাকে প্রবাদ বা প্রবচন বলে। যেমন - আপনি ভালো তো জগৎ ভালো। (ভালো মানুষের চোখে সবাই ভালো)।

- প্রবাদ শব্দের অর্থ — জনশ্রুতি/প্রকৃষ্ট রচনা।
- প্রবচন শব্দের অর্থ — উক্তি/প্রকৃষ্ট কথা।
- প্রবাদ-এর প্রকৃতি প্রত্যয় - প্রবাদ = প্র - √বদ্ + ঘঞ্।
- প্রবচন-এর প্রকৃতি প্রত্যয় - প্রবচন = প্র - √বচ্ + অনট্।

❑ **বাগ্‌ধারা ও প্রবাদের পার্থক্য** — বাগ্‌ধারা বাক্যাংশ মাত্র। যেমন— আষাঢ়ে গল্প। প্রবাদ একটি পূর্ব প্রচলিত পূর্ণবাক্য। যেমন— ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

❑ **প্রবাদ ও প্রবচনের পার্থক্য** — প্রবাদ লোকের মুখে মুখে উৎপত্তি লাভ করে। যেমন—অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। প্রবচন কোনো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উক্তি। যেমন— নগর পুড়িলে দেবালয় কী এড়ায়?

www.mahendras.org

অ

- ☆ অহিনকুল সম্পর্ক (চিরশত্রুতা)।
- ☆ অকাল কুষ্মান্ড (নিষ্কর্মা / অপদার্থ)।
- ☆ অকূল পাথার (অত্যন্ত খারাপ সময়)।
- ☆ অর্ধচন্দ্র (গলাধাক্কা দেওয়া)।
- ☆ অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন)।
- ☆ অন্ধের যষ্ঠি / অন্ধের নড়ি (একমাত্র অবলম্বন)।
- ☆ অষ্টরম্ভা (সবই ফাঁকি)।
- অগাধ জলের মাছ (চতুর ব্যক্তি)।
- ☆ অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া (আন্দাজে কিছু করা)।
- অরণ্যে দিশেহারা (দিক্‌ভ্রান্ত হওয়া)।
- অগস্ত্য যাত্রা (শেষ যাত্রা)।
- ☆ অশ্বডিম্ব (কাল্পনিক বস্তু)।
- ☆ অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট (অনেকে মিলে কাজ পণ্ড)।
- অগ্নিশর্মা (অতিশয় রেগে যাওয়া)।
- ☆ অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী (সামান্য জ্ঞানের বড়াই)।
- ☆ অমৃতে অরুচি (ভালো জিনিসে অনিচ্ছা)।
- ☆ অকূলে কূল পাওয়া (সংকট থেকে উদ্ধার হওয়া)।
- অজাযুদ্ধ (হাস্যকর ব্যাপার)।
- অম্বল চেখে বেড়ানো (পরীক্ষা করে দেখা)।
- ☆ অন্নচিন্তা চমৎকারা (খাদ্যের চিন্তায় আসল)।
- ☆ অমাবস্যার চাঁদ (দুর্লভ দর্শন)।
- অতি দর্পে হত লঙ্কা (বেশি বাড়াবাড়িতে পতন)।
- অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া)।
- ☆ অক্ষয়বট (শাশ্বত)।
- অতি লোভে তাঁতি নষ্ট (বেশি লোভে বিপদ)।
- ☆ অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ (অতি বিনয় সন্দেহজনক)
- অতি চালাকের গলায় দড়ি (বেশি চালাকি করতে গিয়ে নিজে ঠকা)।
- অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করে (অভ্যাস না থাকায় ভালো জিনিস সহ্য হয় না)।
- অকালের তাল বড়ো মিষ্টি (আশাতীত বস্তু লাভ করা)।
- অজগরের দাতা রাম (ভগবানই দীন-দুঃখীর রক্ষক)।
- অতিথি সর্বময় গুরু (অতিথি গুরুর মতো পূজ্য)।
- অতি মন্থনে বিষ ওঠে (বেশি আন্দোলনে ভালো, মন্দ হয়ে যায়)।
- অন্ধকে দর্পণ দেখানো (নির্বোধকে শাস্ত্রজ্ঞান দান করা)।
- ☆ অগ্নিপরীক্ষা (কঠিন পরীক্ষা)।
- অ-আ-ক-খ (প্রাথমিক জ্ঞান)।
- ☆ অকর্মের ধাড়ি (অপদার্থ)।
- ☆ অকথ্য কথন (অশ্লীল কথা)।
- ☆ অন্ধবিশ্বাস (যুক্তিহীন বিশ্বাস)।
- ☆ অথৈ জল (মহাবিপদ)।
- ☆ অপ্রস্তুতে পড়া (অপ্রতিভ হওয়া)।
- ☆ অভাবে স্বভাব নষ্ট (অভাবে সৎস্বভাবও ন
- ☆ অল্প জলের মাছ (অলস ব্যক্তি)।
- অশ্বত্থামা হত ইতি গজ (পরিষ্কার করে কথ
- অকালের বাদলা (অসময়ে বিপদ)।

আ

- ☆ আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অকেজো)।
- ☆ আঠারো মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রতা / ধীরে করা)।
- ☆ আনাগোনা (ক্রমাগত যাওয়া আসা)।
- ☆ আষাঢ়ে গল্প (অবিশ্বাস্য কাহিনি)।
- ☆ আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়ো হওয়া
- ☆ আলালের ঘরের দুলাল (আদরের সন্তান)
- ☆ আক্কেল গুড়ুম (হতভম্ব হওয়া)।
- ☆ আমতা আমতা করা (ইতস্তত করে কিছু
- ☆ আপনার চরকায় তেল দেওয়া (নিজের কা হওয়া)।
- ☆ আখের গোছানো (নিজেরটা বুঝে নেওয়া
- আপনি ভালো তো জগৎ ভালো (ভালো সবাই ভালো)।
- আবোল তাবোল (আজে বাজে বকা)।
- আকাশের চাঁদ পাওয়া (আশাতীত লাভ
- আহ্লাদে আটখানা (অত্যন্ত খুশি হওয়া)।
- আয়ারাম গয়ারাম (অত্যন্ত ফাঁকিবাজ)।
- আমড়াগাছি করা (তোষামোদ করা)।
- ☆ আঁস্তাকুড়ের পাতা (হেয়ব্যক্তি)।
- ☆ আসমান জমিন ফারাক (অনেক প্রভেদ)
- আকাশে তোলা (অতিরিক্ত প্রশংসা)।
- আদাজল খেয়ে লাগা (প্রাণপণ চেষ্টা)।
- ☆ আকাশ কুসুম (অলীক কল্পনা)।
- ☆ আঁতে ঘা দেওয়া (আত্মসম্মানে আঘাত ক

www.mahendras.org

আ

- ☆ আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অকেজো)।
- ☆ আঠারো মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রতা / ধীরে কাজ সম্পন্ন করা)।
- ☆ আনাগোনা (ক্রমাগত যাওয়া আসা)।
- ☆ আষাঢ়ে গল্প (অবিশ্বাস্য কাহিনি)।
- ☆ আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়ো হওয়া)।
- ☆ আলালের ঘরের দুলাল (আদরের সন্তান)।
- ☆ আক্কেল গুড়ুম (হতভম্ব হওয়া)।
- ☆ আমতা আমতা করা (ইতস্তত করে কিছু বলা)।
- ☆ আপনার চরকায় তেল দেওয়া (নিজের কাজে মনযোগী হওয়া)।
- ☆ আখের গোছানো (নিজেরটা বুঝে নেওয়া)।
- আপনি ভালো তো জগৎ ভালো (ভালো মানুষের কাছে সবাই ভালো)।
- আবোল তাবোল (আজে বাজে বকা)।
- আকাশের চাঁদ পাওয়া (আশাতীত লাভ করা)।
- আহ্লাদে আটখানা (অত্যন্ত খুশি হওয়া)।
- আয়ারাম গয়ারাম (অত্যন্ত ফাঁকিবাজ)।
- আমড়াগাছি করা (তোষামোদ করা)।
- ☆ আঁস্তাকুড়ের পাতা (হেয়ব্যক্তি)।
- ☆ আসমান জমিন ফারাক (অনেক প্রভেদ)।
- আকাশে তোলা (অতিরিক্ত প্রশংসা)।
- আদাজল খেয়ে লাগা (প্রাণপণ চেষ্টা)।
- ☆ আকাশ কুসুম (অলীক কল্পনা)।
- ☆ আঁতে ঘা দেওয়া (আত্মসম্মানে আঘাত করা)।

www.mahendras.org

* আদার ব্যাপারী (তুচ্ছ লোক)।

আপন কোলে ঝোলটানা (স্বার্থপরতা)।

* আকাশ থেকে পড়া (বিস্মিত হওয়া)।

আড়িপাতা (লুকিয়ে শোনা)।

আপনি বাঁচলে বাপের নাম (নিজের জন্য ভাবা)।

* আগুন নিয়ে খেলা (বিপজ্জনক ঝুঁকি)।

আদায় কাঁচকলায় (চিরশত্রুতা)।

আসলে মুষল নেই (যথাস্থানে জোর না খাটানো)।

আপনার ঢাক আপনি বাজানো (নিজের বিজ্ঞাপন নিজে দেওয়া)।

* আক্কেল সেলামি (বোকামির দণ্ড / অনভিজ্ঞতার দণ্ড)।

* আকাশ পাতাল (অত্যন্ত বেশি)।

আইঢাই করা (অস্বস্তি)।

আকাশ ভেঙে পড়া (বিপদগ্রস্ত হওয়া)।

আসর ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকিঘরে চাঁদোয়া (বাহ্য আড়ম্বর থাকলেও ভেতরে দৈন্য অবস্থা)।

আলোর নীচেই অন্ধকার (আদর্শের পাশেই আদর্শহীনতা)।

আসর জাঁকানো (নিজেকে বিশিষ্টরূপে জাহির করা)।

আকাশে ফাঁদ পেতে বনের পাখি ধরা (বৃথা চেষ্টা)।

আপন পাঁঠা লেজে কাটা (নিজের বিষয়ে যা ইচ্ছা করা)।

আপন হাত জগন্নাথ (খুব কৃপণ)।

ই, ঈ, উ, ঊ

ইতর বিশেষ (পার্থক্য)।

ইজ্জত যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে (নিজের স্বভাব ছাড়তে পারে না)।

* ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ক)।

* ইচ্ছা থাকে যার, উপায় হয় তার (ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়)।

* ইন্দ্রপতন হওয়া (বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু)।

* ইট মারলে পাটকেল খেতে হয় (দুর্ব্যবহার করলে বিনিময়ে তা পেতে হয়)।

* ঈদের চাঁদ (সৌভাগ্যের প্রতীক)।

* ইঁদুরের কলে পড়া (লোভ করতে গিয়ে ফাঁদে পড়া)।

উচ্ছন্নে যাওয়া (চরিত্রের অবনতি হওয়া)।

* উত্তম মধ্যম (প্রচণ্ড প্রহার)।

* উভয় সংকট (দু'দিকেই বিপদ)।

উঠে পড়ে লাগা (উদ্যমী হওয়া)।

www.mahendras.org

☆ উড়ো কথা (গুজব)।
☆ উড়নচণ্ডী (অপব্যয়ী)।
☆ উচ্ছের ঝাড় (কুখ্যাত বংশ)।
উড়োচিঠি (ভিত্তিহীন সংবাদ)।
☆ উলুবনে মুক্তো ছড়ানো (অপাত্রে দান করা)।
☆ উপরোধে ঢেঁকি গেলা (অনুরোধে কষ্টকর কাজ করা)।
উপর চাল (অতিরিক্ত আড়ম্বর)।
উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে (একের দায়িত্ব অপরের উপর চাপানো)।
উড়ে এসে জুড়ে বসা (অনধিকার প্রবেশ)।
উলুখাগড়া (সাধারণ মানুষ)।
উঠন্তি মুলো পত্তনে চেনা যায় (সুচনাতেই পরিণতির আভাস পাওয়া যায়)।
উঁকি দেওয়া (অলক্ষ্যে দেখার চেষ্টা)।
উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ (কর্মহীন আত্মতৃপ্তি)।
উলটা বুঝলি রাম (বিপরীত অর্থ বুঝে সম্পর্ক নষ্ট করা)।
উলুবনে সাঁতার দেওয়া (বোকার মতো কাজ করা)।
☆ উনপঞ্চাশ বায়ু (পাগলামি)।
উড়তে না পেরে পোষ মানা (নিরুপায় হয়ে কাজ করা)।

এ, ঐ, ও, ঔ

এক হাত নেওয়া (জব্দ করা)।
☆ এক হাতে তালি বাজে না (এককভাবে কলহ হয় না)।
☆ একচোখা (পক্ষপাতদুষ্ট)।
একঢিলে দুই পাখি মারা (এক চেষ্টায় দুই উদ্দেশ্য সাধন)।
☆ একাই একশো (বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী)।
☆ একাদশে বৃহস্পতি (অত্যন্ত সুসময়)।
এক মাঘে শীত যায় না (বিপদ একবারেই শেষ হয় না)।
এক কথার মানুষ (সিদ্ধান্তে অটল)।
এক ক্ষুরে মাতা মুড়ানো (সমপ্রকৃতির)।
এক চক্ষু হরিণ (একদিকে দেখা)।
এক বগ্‌গা (জেদি)।
☆ একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর (খারাপ সহচর)।
☆ এঁচড়ে পাকা (অকালপক্ক)।
এসপার ওসপার (চরম নিষ্পত্তি)।
এগোলে সর্বনাশ পিছোলে নির্বংশ (উভয়সংকট)।
এক আঁচড়ে চেনা যায় (সামান্য চিহ্নেই গুণ বোঝা যায়)।

একে মনসা তায় ধুনার গন্ধ (রাগী মানুষ সামান্য উত্তেজনায় রেগে যায়)।
- ★ ওজন বুঝে চলা (ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করা)।
- ★ ওৎপাতা (সুযোগের অপেক্ষায় থাকা)।
- ★ ওষুধ ধরা (ফল পাওয়া)।

ক

- ★ ক অক্ষরে গোমাংস (নিরক্ষর)।
- ★ কাঠের পুতুল (নিষ্ক্রিয়)।
- ★ কড়ায় গণ্ডায় (পুরোপুরি)।
- ★ কেঁচে গণ্ডুষ (পুনরায় শুরু করা)।
- ★ কলির সন্ধ্যা (বড়ো বিপদের সূচনা)।
- ★ কেষ্ট বিষ্টু (গণ্যমান্য ব্যক্তি)।
- ★ কালেভদ্রে (কদাচিৎ)।
- ★ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে (সামান্য ঘটনার গুরুতর পরিণতি)।
- ★ কলুর বলদ (পরনির্ভরশীল ব্যক্তি)।
- ★ কংস মামা (নির্দয় আত্মীয়)।
- ★ কেউকেটা (মান্যগণ্য লোক)।
- ★ কত ধানে কত চাল (প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা)।
- ★ কৈ মাছের প্রাণ (অত্যধিক কষ্ট সহিষ্ণু)।
- ★ কপাল ফেরা (ভাগ্য পরিবর্তন)।
- কোণঠাসা (বেকায়দায় ফেলা)।
- ★ কচ্ছপের কামড় (মরণপণ)।
- ★ কলকাঠি নাড়া (আড়াল থেকে পরিচালনা করা)।
- ★ কানপাতলা (সহজে বিশ্বাস করা)।
- ★ কালনেমির লঙ্কাভাগ (কাজের আগেই ফল নিয়ে কল্পনা)।
- কোমর বাঁধা (উদ্যমী হওয়া)।
- ★ কূপ মণ্ডুক (সংকীর্ণমনা)।
- ★ কুম্ভকর্ণের নিদ্রা (দীর্ঘস্থায়ী অচেতনা)।
- কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা (শত্রুর সাহায্যে শত্রুর বিনাশ)।
- ★ কানাকড়ি (তুচ্ছ পরিমাণ)।
- কুরুক্ষেত্র কাণ্ড (তুমুল কলহ)।
- কিলিয়ে কাঠাল পাকানো (জোর করে কাজ করা)।
- কাকস্য পরিবেদনা (শূন্য বা ফাঁকা)।
- কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে (যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা)।
- ★ কুম্ভীরাশ্রু (মিথ্যা শোকের ভাব)।
- কান ভারী করা (গোপনে লাগানো)।
- ★ কান ভাঙানো (বিশ্বাস উৎপাদন)।
- কানে তুলো দেওয়া (কিছু না শোনার চেষ্টা)।
- কানে খাটো (কম শোনা)।
- ★ কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ (একজনের সুখ, অন্যের দুঃখ)।
- কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা (অল্প বয়সে নষ্ট হওয়া)।
- ★ কাঁঠালের আমসত্ত্ব (অসম্ভব ব্যাপার)।
- কাষ্ঠহাসি (লোক দেখানো হাসি)।
- কুলোর বাতাস দেওয়া (তাচ্ছিল্যে বিদায় দেওয়া)।
- কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো (কোনো কিছুই গ্রাহ্য না করা)।
- কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি (কাজ করিয়ে পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করা)।
- কাজের মধ্যে দুই খাই আর শুই (আলস্যময় জীবন চর্চার ব্যঙ্গ করা)।
- কপাল ঠুকে কাজে নামা (ভাগ্যের উপর নির্ভর করে কাজে নামা)।
- কলের পুতুল (ব্যক্তিত্বহীন)।
- কালঘাম ছুটিয়ে দেওয়া (অতিরিক্ত পরিশ্রমের ক্লান্তি)।
- কড়ায় কড়া কাহনে কানা (নগণ্য ব্যাপারে বেশি সাবধানী)।
- কাজীর বিচার (সামঞ্জস্য করা)।
- কানা গোরু বামুনকে দান (অকেজো জিনিস দান করে দাতা হওয়া)।
- কিল খেয়ে কিল চুরি করা (গোপনে অপমান হজম করা)।
- কপালের লিখন না যায় খণ্ডন (ভাগ্যে যা আছে তাই হবে)।
- কলার ভেলায় সমুদ্র পার (সামান্য উপায়ে বড়ো কাজ সম্পাদনের বৃথা চেষ্টা করা)।
- করাতের দাঁত (উভয় সংকট)।

খ

- ★ খয়ের খাঁ (তোষামোদ করা)।
- খুঁড়িয়ে বড়ো হওয়া (বড়ো হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করা)
- ★ খালকেটে কুমির আনা (বিপদ ডেকে আনা)।
- খোদার খাসী (হৃষ্টপুষ্ট লোক)।
- ★ খানাতল্লাশি (প্রচুর খোঁজাখুঁজি)।
- খাতাখোলা (হিসাবপত্র আরম্ভ করা)।
- খোঁড়ার পা খানাতেই পড়ে (বিপদই বিপদ ডেকে আনে)।

গ

* ☆ গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ)।
* ☆ গায়ে হাওয়া লাগানো (কাজে ফাঁকি দেওয়া)।
* ☆ গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা)।
* ☆ গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল (নিজেকে মাতব্বর মনে করা)।
* ☆ গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা (অপরের সামগ্রীতে অপরের সন্তুষ্টি)
* ☆ গণেশ ওল্টানো (ব্যবসায় ক্ষতি)
* ☆ গোবরে পদ্মফুল (প্রতিকূল পরিবেশে মহতের উদ্ভব)।
* গোবেচারা (একান্ত নিরীহ)।
* ☆ গদাই লস্করি চাল (অতি মন্থর গতি)।
* ☆ গভীর জলের মাছ (খুব চালাক)।
* ☆ গোড়ায় গলদ (শুরুতেই ভুল)।
* ☆ গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না (পরিচিত ব্যক্তি সম্মান পায় না)।
* ☆ গরিবের ঘোড়া রোগ (অবস্থার তুলনায় বেশি আড়ম্বর)।
* ☆ গোকুলের ষাঁড় (নিষ্কর্মা)।
* ☆ গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল (কাজের আগে ভোজের আয়োজন)।
* ☆ গাছপাথর (হিসাব)।
* ☆ গজ কচ্ছপে লড়াই (দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সংঘর্ষ)।
* ☆ গোল্লায় যাওয়া (উচ্ছন্নে যাওয়া)।
* গোদের উপর বিষফোঁড়া (বিপদের উপর বিপদ)।
* ☆ গোঁফ খেজুরে (অলস ব্যক্তি)।
* গুড়ে বালি (নিরাশ হওয়া)।
* ☆ গোবরে গণেশ (অপদার্থ)।
* গা ঢাকা দেওয়া (লুকিয়ে পড়া)।
* গয়ংগচ্ছ (গড়িমসি)।
* গাছেরও খায় তলারও কুড়োয় (নিজের অংশের অধিক পাওয়ার আশা করা)।
* গরম দেখানো (রাগ দেখানো)।
* গলগ্রহ (বোঝাস্বরূপ)।
* গোরু মেরে জুতো দান (অপমানের পর পুরস্কার প্রদান)।
* ☆ গোঁয়ার গোবিন্দ (উদ্ধত প্রকৃতির)।
* গায়ে পড়া (অযাচিত ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করা)।
* গলাবাজি করা (চেঁচিয়ে কথা বলা)।
* গলে যাওয়া (আত্মহারা হওয়া)।
* গরজ বড়ো বালাই (প্রয়োজনের দাবি আগে মেটাতে হয়)।
* গাছে না উঠতেই এক কাঁদি (কাজের আগেই ভোজের ব্যবস্থা)।
* গোলেমালে চণ্ডীপাঠ (কাজে ফাঁকি দেওয়া)।
* গোলে হরিবোল দেওয়া (ভিড়ের মাঝে কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া)।
* গ্রহণের চাঁদ (সকলেরই লক্ষ্য)।
* গোরু যার গোবর তার (স্পষ্ট অর্থ বোঝায়)।
* গুরু মারা বিদ্যে (শিক্ষককে অতিক্রম করা / গুরুর অনিষ্ট করা)।

ঘ

* ☆ ঘোড়ার ডিম (অসম্ভব বস্তু)।
* ☆ ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে (একের দুঃখে অন্যের আনন্দ)।
* ☆ ঘাটের মড়া (অতিবৃদ্ধ)।
* ☆ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া (বিপদমুক্ত হওয়া)।
* ঘরের শত্রু বিভীষণ (আপনলোক শত্রু)।
* ☆ ঘোল খাওয়ানো (নাস্তানাবুদ করা)।
* ☆ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া (ক্ষমতাবানকে অগ্রাহ্য করে অন্যের কাছে যাওয়া)।
* ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি (লোভের আড়ালে বিপদ)।
* ঘরের ঢেঁকি কুমির (বাড়ির মধ্যে বিশ্বাসঘাতক)।
* ঘাই দেওয়া (লুকিয়ে থাকলেও বোঝা যায়)।
* ঘাটমানা (দোষ স্বীকার)।
* ঘষে মেজে (অনেক চেষ্টা করে)।
* ☆ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া (বিপদ কেটে যাওয়া)।
* ঘনিয়ে আসা (আসন্ন)।
* ঘুণাক্ষরে টের পাওয়া (বিন্দু বিসর্গ জানা)।
* ঘর সন্ধানী বিভীষণ (গৃহশত্রু)।
* ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায় (পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে আশঙ্কা করা)।
* ঘর আলো করা (গৌরব বৃদ্ধি করা)।
* ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত (বাহ্যিক বাবুয়ানি করা)।

চ

* ☆ চিনির বলদ (ভারবাহী কিন্তু ভোগী নয়)।
* ☆ চোখে ধুলো দেওয়া (ফাঁকি দেওয়া)।
* ☆ চোখের বালি (চক্ষুশূল)।

(নির্লজ্জ)।

☆ চুল পাকানো (অভিজ্ঞতা সঞ্চয়)।
☆ চক্ষুদান করা (চুরি করা)।
☆ চুনোপুটি (নগণ্য ব্যক্তি)।
☆ চক্ষু চড়কগাছ (অতিশয় বিস্ময় বোধ)।
☆ চক্ষুশূল (অসহ্য)।
☆ চাঁদের হাট (অনেক গুণীব্যক্তির মিলন)।
চোখ থাকতে কানা (দেখেও না দেখা)।
☆ চোখের মণি (অতি আদরের)।
☆ চালুনিতে করে জল আনা (লোক দেখানো কাজ)।
☆ চোখ কান খোলা রাখা (সতর্ক থাকা)।
☆ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই (অসাধু ব্যক্তির সঙ্গে অসাধু ব্যক্তির আত্মীয়তা)।
☆ চোরের উপর বাটপাড়ি (অসৎ ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হওয়া)।
☆ চোরের মায়ের বড়ো গলা (অপরাধীর কণ্ঠ উঁচু হয়)।
চোখের চামড়া (নির্লজ্জ)।
☆ চোখে সর্ষেফুল দেখা (হঠাৎ বিপদে দিশেহারা)।
☆ চোখে চোখে রাখা (সতর্ক দৃষ্টি রাখা)।
☆ চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা (আয়ত্ত করা কঠিন)।
চোখ টাটানো (ঈর্ষান্বিত হওয়া)।
চোখের মাথা খাওয়া (দেখতে না পাওয়া)।
চোখ টেপা (ইশারা করা)।
চাচা আপন প্রাণ বাঁচা (নিজেকে বাঁচানো)।
চড়ুই পাখির প্রাণ (অত্যন্ত দুর্বললোক)।
চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল (সামনে না থাকলে প্রাণের টান কমে যায়)।
চেনা বামুনের পৈতের দরকার নেই (পরিচিত ব্যক্তির পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই)।
☆ চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে (বিপদ কাটলে বুদ্ধি খোলে)।
চোর না শুনে ধর্মের কাহিনি (অসাধু ব্যক্তিকে উপদেশ দান ব্যর্থ হয়)।
☆ চিনির পুতুল (অল্প পরিশ্রমে কাতর)।
চোখে ভেলকি লাগা (মোহাচ্ছন্ন হওয়া)।

ছ

☆ ছাই চাপা আগুন (প্রচ্ছন্ন তেজ)।
☆ ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো (মন্দ কাজে ডাকা হয়)।
ছড়ি ঘোরানো (মাতব্বরি করা)।
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি (বিপদ থেকে মুক্তির আবেদন)।
ছিনে জোঁক (যা কিছুতেই ছাড়ে না)।
☆ ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ (সামান্য কিছুর জন্য দুর্নাম)।
ছেলের হাতের মোয়া (সহজে ভুলিয়ে নেওয়ার জিনিস)।
ছাতি ফোলানো (সাহসের সঙ্গে গর্ব প্রকাশ করা)।
ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা (অক্ষম ব্যক্তির
আকাশকুসুম কল্পনা)।

জ

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ (সব কাজে পটুতা)।
☆ জলের আলপনা (ক্ষণস্থায়ী)।
☆ জড়ভরত (বুদ্ধিহীন)।
☆ জগাখিচুড়ি (বিশৃঙ্খল)।
☆ জলবৎ তরলং (খুব সহজ)।
☆ জলে ফেলা (নষ্ট করা)।
☆ জিলিপির প্যাঁচ (কুটিল বুদ্ধি)।
☆ জলে কুমির ডাঙায় বাস (উভয়সংকট)।
জাতে মাতাল তালে ঠিক (স্বার্থ সচেতন)।
জল উঁচুর দল (তোষামোদকারীর দল)।
জহুরি জহর চেনে (অভিজ্ঞতা থাকলে সেটা ভালো চেনে)

ঝ

ঝকমারির মাসুল (নির্বুদ্ধিতার দণ্ড)।
☆ ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে ফিরেছে (সদলে ফিরে যাওয়া)।
ঝোড়োকাক (বিশৃঙ্খল চেহারা)।
ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো (একজনকে শেখাতে অন্যকে
শাস্তি)।
ঝালঝাড়া (তিরস্কার করে উত্তেজনা হ্রাস করা)।
ঝাড়া হাত পা (নিশ্চিন্ত)।
ঝোপ বুঝে কোপ মারা (উপযুক্ত সময়ে আঘাত করা)
ঝালে ঝোলে অম্বলে (সমস্ত ব্যাপারে)।
ঝড়ঝাপটা (বাধাবিঘ্ন)।

ট

☆ টাকার কুমির (অত্যন্ত ধনী)।
☆ টাকার গরম (সম্পত্তির অহংকার)।
☆ টনক নড়া (চেতনা হওয়া)।
☆ টইটুম্বুর (পরিপূর্ণ)।

টেক্কা দেওয়া (ছাড়িয়ে যাওয়া)।
টিকি বাঁধা (বাঁধা পড়া)।
টিপ্পনী কাটা (সকল বিষয়ে খুঁত ধরা)।

ঠ

☆ ঠুঁটো জগন্নাথ (অকর্মণ্য)।
☆ ঠোঁট কাটা (স্পষ্টবাদী)।
☆ ঠক বাছতে গাঁ উজাড় (মন্দ লোকের সংখ্যা বেশি)।
ঠেকা দেওয়া (কোনোক্রমে চালিয়ে দেওয়া)।
ঠেকায় পড়া (সমস্যায় পড়া)।
ঠগের নেমন্তন্ন (মিথ্যা প্রলোভন)।
ঠেলার নাম বাবাজী (বিপদে পড়লে অবজ্ঞাত মানুষকে সমাদর করা)।

ড

☆ ডিগবাজি খাওয়া (অবস্থান বদল করা)।
☆ ডাকাবুকো (দুঃসাহসী)।
ডুবে ডুবে জল খাওয়া (গোপনে কার্যসিদ্ধি করা)।
☆ ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বস্তু)।
ডুব মারা (আত্মগোপন করা)।
☆ ডান হাতের ব্যাপার (আহার)।
ডামাডোলের বাজার (বিশৃঙ্খল অবস্থা)।
ডাল ভাঙা ক্রোশ (অনেক দূরের পথ)।
☆ ডান হাত (প্রধান সহায়)।
ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না (আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি)।

ঢ

☆ ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার (অসহায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী)।
☆ ঢাক পেটানো (প্রচার করা)।
ঢাকের বাঁয়া (সঙ্গে থেকে সাহায্য করা)।
☆ ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে (স্বভাব না বদলানো)।
ঢাক ঢাক গুড় গুড় (গোপনীয়তা অবলম্বন করা)।
☆ ঢিমে-তেতালা (অত্যন্ত মন্থরগতি)।
ঢোক গেলা (ইতস্তত করা)।
☆ ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন (মূল পর্যন্ত বিনষ্ট করা)।
ঢেঁকি অবতার (নির্বোধ)।

ত

☆ তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী)।
☆ তেলা মাথায় তেল দেওয়া (যেখানে আছে সেখানে দান)।
☆ তুলসী বনের বাঘ (ছদ্মবেশী শয়তান)।
☆ তীর্থের কাক (প্রত্যাশী ব্যক্তি)।
☆ তিলাঞ্জলি দেওয়া (সম্পূর্ণ সম্বন্ধ ত্যাগ করা)।
☆ তালকানা (যার হুঁশ থাকে না)।
☆ তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা (অত্যন্ত রেগে যাওয়া)।
☆ তালপাতার সেপাই (খুব দুর্বল শরীর)।
☆ তিলকে তাল করা (খুব বাড়ানো)
☆ তেল দেওয়া (তোষামোদ করা)।
☆ তুষের আগুন (দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা)।
☆ তুরুপের তাস (বাজিমাতের ব্যবস্থা)।
তিন কাল গিয়ে এককাল ঠেকা (প্রায় বার্ধক্য)।
☆ তাল সামলানো (বিপদ ঠেকানো)।
তীরে এসে তরি ডোবা (সাফল্যের পূর্বমুহূর্তে সব পণ্ড)।
তিল কুড়িয়ে তাল (একটু একটু করে বড়ো জিনিস গড়ে তোলা)।
তাল ঘষলে গন্ধ মিঠা, নেবু ঘষলে হয় তিতা (ক্ষেত্র অনুযায়ী ফল লাভ)।
তাদের সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায় (সম্পূর্ণ বিরোধী)।

থ

☆ থতমত খাওয়া (অপ্রস্তুত হওয়া)।
☆ থরহরি কম্পমান (ভয়ে কাঁপা)।
থই পাওয়া (নিশ্চিন্ত আশ্রয়)।
☆ থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় (একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি)।

দ

☆ দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না বোঝা (হারিয়ে গেলে মূল্য বোঝা যায়)।
☆ দশচক্রে ভগবান ভূত (বহু ষড়যন্ত্রে সব মিথ্যা)।
দিন আনা দিন খাওয়া (কিছু সঞ্চিত না হওয়া)।
☆ দশের লাঠি একের বোঝা (একতাই বল)।
☆ দু-নৌকায় পা (দু'দিক সামলানো)।
দুমুখো সাপ (বিশ্বাসের অযোগ্য)।
☆ দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার (বিশৃঙ্খল অবস্থা)।

Thank you